আমাদের সময়

তারিখ · 08 · MAR · 2016 ··· ···
পৃষ্ঠা ··· ··· ··· কলাম···· ··· ······

কৃষিতে উচ্চশিক্ষায় নারী

বশিরুল ইসলাম

কৃষি শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা সময় ছিল যখন হাতেগোনা কয়েকজন নারী শিক্ষার্থী কৃষিতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। আজ কৃষি শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রি নেওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়ে শিক্ষার্থীরা। ফসলের মাঠ থেকে শুরু করে কোথাও পিছিয়ে নেই তারা। কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, প্রয়োগ ও কৃষি গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন করে চলেছে আজকের কৃষিকন্যারা।

তবে এ দেশে নারীর এই অগ্রযাত্রা মসৃণ নয়, অনেক বাধার পাহাড় ডিঙাতে হচ্ছে তাদের– চালাতে হচ্ছে কঠিন যুদ্ধ। ভয়কে জয় করে, বাধাকে ডিঙিয়ে, সব প্রতিবন্ধকতাকে 'না' বলেই নারীর পথ চলতে হচ্ছে। কেউ তার আসার বা এগোনোর পথ তৈরি করে দেয়নি। এ পর্যায়ে আসতে এবং টিকে থাকতে নারীকে সাহস দেখাতে হয়েছে। তবে এতকিছুর পরও তারা কর্মক্ষেত্রে অবহেলিত। আজ ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এ দিবসে কৃষি শিক্ষা নারীদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে আজকের লেখাটি লিখছি।

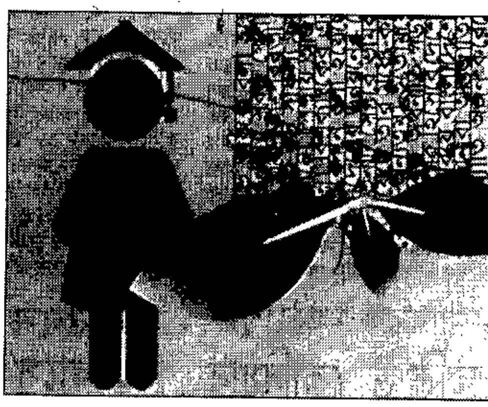

বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৪ প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ শতাংশ ছাত্রী অধ্যয়নরত। ২০০৯ সালে ছিল ৩০ শতাংশ। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৬ শতাংশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭.৪৪ শতাংশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৬.০৫ শতাংশ এবং সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭.৮৯ শতাংশ ছাত্রী বর্তমানে অধ্যয়নরত। এ পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে– কৃষি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বেড়ে চলছে।

চারটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ যেসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে এখানকার প্রতিটি ছাত্রীই তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখছে। শিক্ষক আর গবেষকদের নয়া প্রযুক্তি নিয়ে মাঠ পর্যায়েও তারা কৃষাণ-কৃষাণীদের সঙ্গে মতবিনিময় করছে, পরামর্শ দিচ্ছে। ভালো ফলাফল করার জন্য মেয়েরা আজ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী পদক থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে সফল হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশা থেকে শুরু করে বিসিএস, কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যাংক, প্রশাসনের বিভিন্ন সেক্টরে আজ সুনামের সঙ্গে কাজ করছে। স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পাড়ি জমানোর মতো সাফল্যও রয়েছে তাদের ঝুলিতে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের এ সাফল্য যেমন বাড়িয়ে দিয়েছে নারী কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব, তেমন সমৃদ্ধ করছে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অপরিসীম অবদান থাকা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রেও তারা অবহেলিত। কিষানি হিসেবেই এখনো তেমনভাবে স্বীকৃতি মেলেনি। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা অনুযায়ী কৃষিতে নারীর অবদান গড়ে ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ। বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত জায়গা নারীর হাতের আলতো স্পর্শেই শাকসবজি, শিম, কুমড়ো, লাউ, শসা ইত্যাদির ফলন হয়ে থাকে, যা ওই পরিবারের শাকসবজির প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে, এমনকি অনেক সময় বাড়তি অংশটুকু বিক্রি করে বাড়তি আয় করাও সম্ভব হয়ে থাকে। এছাড়া দেশের অনেক এলাকায় নারীরা বপন, রোপণ, নিড়ানিসহ ফসল পরিচর্যার কাজে সরাসরি নিয়োজিত আছেন। ১৯৯৫-৯৬ সালে নারীকে প্রথমবারের মতো নারী যে কৃষক তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এত বছর পরও মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) তাদের অবদান অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। কিষানিদের নিয়ে আলাদা কোনো পরিসংখ্যান নেই। কৃষিক্ষেত্রে কর্মরত নারীর শ্রমমূল্য পুরুষের অর্ধেক! আবার একই সময়ে নারীর প্রদত্ত শ্রমঘণ্টার পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে।

তবে আশার কথা হলো শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীরা নিজেদের উপযোগী করার ক্ষেত্রে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। এক দশক আগেও দেশে কর্মসংস্থানে নারীর অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম। সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। নারীদের কর্মসংস্থানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। গত এক দশকে দেশে নারীর কর্মসংস্থানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে কৃষি ও তৈরি পোশাক খাত।

বিশ্বজুড়ে কৃষিকে বলা হচ্ছে সম্ভাবনাময় সবুজ পেশার ক্ষেত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তী এ দেশে এত বড় সাফল্য আর কোনো পেশায় অর্জিত হয়নি। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের উন্নয়নের যে তিনটি সেক্টরে ভূমিকা রয়েছে তার মধ্যে কৃষি সেক্টর অন্যতম। ইতোমধ্যে সবুজ অর্থনীতি গড়ার কারিগর হিসেবে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বাংলাদেশের কৃষিবিজ্ঞানী-রা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কোনো অংশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাহিদা কম নয় বরং প্রতিনিয়ত এই চাহিদা বেড়েই চলেছে।

লেখক : জনসংযোগ কর্মকর্তা (দায়িত্বপ্রাপ্ত),
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়